বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন

বিশ্বব্যাংক গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুত উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জন্য বিদ্যুত সুবিধা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এপর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (Rural Electrification Board-Reb) এর অধীন ৪৫টি পল্লী বিদ্যুত সমিতি (পিবিএস) মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দেশে ২,৮৫,৯৮১ জন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং ২,৬০৬টি গ্রামে ৭,৩৬৯ কিলোমিটার নতুন বিদ্যুৎ লাইন বসানো হয়েছে।

এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিদ্যুৎ পরিসেবার মধ্যে কাজের একটি সীমারেখা তৈরী করে দেয়ার জন্য সরকারি প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে একই জায়গায় একই ধরণের পরিসেবার কাজের দ্বৈততা বন্ধ হয়েছে এবং এখাতে সরকারি বিনিয়োগ ব্যয়হ্রাস পেয়েছে। যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে আরইবি বিদ্যুত সঞ্চালন লাইনের কার্যক্ষমতাকে উন্নত করেছে। এক্ষেত্রে পিবিএস অনেকগুলো জীর্ণ সঞ্চালন লাইন পরিবর্তন করে নতুন লাইন বসিয়েছে, লো-টেনশন লাইনের স্থলে হাই-টেনশন লাইন স্থাপন করেছে এবং প্রত্যেক বিদ্যুৎ গ্রাহককে বিদ্যুতের মিটার দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং বিদ্যুতের সিষ্টেম লস কমার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক উন্নতি হয়েছে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আরইবি ৭,৪৬৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন সংস্কার করেছে।

যেসব বসতবাড়ি পিবিএস লাইন থেকে অনেক দূরে এবং শিঘ্রই বিদুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে না সেসব স্থানের জন্য সরকার নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প (renewable energy scheme) হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় আরইবি এবং ইনফ্রাস্ট্রাচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ (Infrastructure Development Company Ltd-IDCOL)-র মাধ্যমে বসতবাড়ির জন্য সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন (Solar Home System-SHS) সিষ্টেমকে উৎসাহ দিচ্ছে। এসএইচএস ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সৌর আলোক থেকে একটি সোলার পিভি প্যানেল-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পরে এই বিদ্যুৎ দিয়ে একটি ব্যাটারী চার্জ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই ব্যাটারী ব্যবহার করে একটি বাড়ীতে তিন থেকে চারটি বিদ্যুৎ ভাল্ব এবং একটি সাদাকালো টিভি প্রতিদিন কমপক্ষে চার ঘন্টা ব্যবহার করা যায়। যেসব এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ পেতে আগ্রহী কিন্তু যোগাযোগের কারণে পাচ্ছে না সেসব এলাকায় এই সিষ্টেমটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন তারা হয় আরইবি থেকে অথবা তার অংশীদারী প্রতিষ্ঠান আইডিকোল থেকে সৌর বিদ্যুৎ নিতে পারে। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এরূপ ৬৫ হাজার সৌর বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি আগামী ২০০৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংক এপর্যন্ত প্রায় ৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থ ছাড় করেছে এবং আরো ১২০ মিলিয়ন ডলার

বরাদ্দ দেবে। বিশ্বব্যাংক আশা করে সরকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে এবং সফলভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে শেষ করতে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে পারবে।